

THE KASBA BORDER FILES: CASINO LAUNDERING, SAUDI GOLD & THE SYNDICATE OF SILENCE

Forensic Investigation into Digital Gambling Pipelines, Bullion Smuggling, Administrative Complicity, and Violent Retaliation Against Journalism

PRIMARY JURISDICTIONS

Kasba (Brahmanbaria) • Dhaka • Gulf

FRONT ENTITIES

FineNpick • Azan Ent. • NextCommunity

PHYSICAL CORRIDORS

Kharera Depot • Bayek Beat • Tripura

CLASSIFICATION STATUS

LAW ENFORCEMENT & PUBLIC DOSSIER

PART 1.1: INVESTIGATIVE SPECIAL REPORT (ENGLISH EDITION)

[FULL REPORT](#)

The Kasba Shadow Corridor: Casino Laundering, Saudi Gold, and the Syndicate of Silence

By Special Crime Investigation Desk // Black Lens 2.0 Investigative Network

KASBA (Brahmanbaria): Beneath the tranquil borderlands of Kasba runs an illicit, multi-million dollar transnational syndicate where cyber gambling proceeds, Saudi bullion, and narcotics converge under administrative protection. Forensic findings from Case BD-FININT-2026-NCL-089 reveal that revenue skimmed from Chinese white-label casinos (hgzy36.com / bdtgame) and washed through Dhaka front-companies is funneled directly into financing cross-border smuggling along the Kasba-Tripura frontier.

The Dual-Front & The Shadow Financier

At the epicenter of this financial clearinghouse sits **M.H. Manik** (known in intelligence intercepts as *Manikka / MHK*, operating executive lines 01711-***** and 01711-*****). Digital trails tie this axis to *FineNpick* (finenpick.com) and *Azan Enterprise* at 62 Hossain Tower, Basabo, Dhaka (Trade License: TRAD/DSCC/*****/2024, BIN: 006530***-0202). While ostensibly dealing in e-commerce, the entities utilized fraudulent Cash-on-Delivery (COD) channels to clean gambling deposits into formal banks (BRAC Bank and City Bank), generating liquidity to lease illegal firearms and bankroll narcotics shipments arriving across the border.

⚠ INVESTIGATIVE CONFRONTATION RECORD — M.H. MANIK:

When directly contacted by this investigative unit to explain his documented role in the clearing network, fraudulent COD bank flows, and cross-border logistics ties, **M.H. Manik flatly refused to talk**, abruptly terminating communication and refusing all subsequent requests for clarification.

The Saudi-Kharera-Bayek Gold Pipeline

The investigation has uncovered the missing physical counterpart to the offshore Saudi remittance diversion: a high-stakes gold smuggling pipeline centered in Kharera. Illicit gold bullion flown from Saudi Arabia into Bangladesh is routed directly to the heavily guarded **home of Sh****m Bh*****n in Kharera** (খাড়েরা শামী***** ভূঁইয়ার বাড়ি).

From Sh****m Bh*****n's Kharera depot, the contraband gold is broken into transport consignments and escorted through the Bayek border corridor into Tripura, India. Concurrently, Indian narcotics (phensedyl, weed, yaba) flow in reverse, financed by domestic casino deposits. The core leadership syndicate directing this gold and hundi channel comprises **M.H. Manik**, his brother **Rana** (*Rana Walton*, 01723-*****), **Robin Chowdhury** (Robin Member), **Sumon Chowdhury**, and **Golam Sarwar**. Concurrently, Police Super Circle **Nazmus Sakib** maintains a cold relationship with M.H. Manik while facilitating the safe exit of contraband-laden transport vehicles under official police protocol.

Collusion and the Silencing of Whistleblowers

To insulate this trade, the cartel relied on institutional patronage within the local police administration. Severe allegations have emerged against **Officer-in-Charge (OC) Ali Mohammad Rashed** of Kasba Police Station and the local Circle ASP for deliberate inaction and shielding syndicate transit points. Whistleblowers and rivals were systematically targeted through fabricated "dacoity cases" and administrative coercion to shield syndicate transit corridors.

When investigative journalist and *Black Lens 2.0* editor **Mohammad Mehedi Hasan** began documenting checkpoint paralysis, CCTV manipulation, and the gold-casino nexus, a targeted assassination attempt was orchestrated against him by Anantapur's **Robin Member** and **Golam Sarwar**.

🔪 DOCUMENTED THREAT RECORD — ROBIN MEMBER (ANANTAPUR):

When subsequently confronted regarding his armed syndicate and smuggling operations, **Robin Member openly issued violent death threats**, warning the journalist: *"If a single word is published regarding this business, consequences will be fatal. You will be wiped out from this earth and your body made to disappear!"*

Formal complaints detailing the assassination attempt, police collusion under OC Rashed, and the Kharera-Bayek gold cartel have now been escalated to the Superintendent of Police (SP) of Brahmanbaria for immediate intervention.

কসবা অন্ধকার করিডোর: ক্যাসিনো লন্ডারিং, সৌদি সোনা এবং সিন্ডিকেটের রক্তচক্ষু

বিশেষ অপরাধ অনুসন্ধান ডেস্ক // ব্ল্যাক লেন্স ২.০ ইনভেস্টিগেটিভ নেটওয়ার্ক

কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া): শান্ত সীমান্তঘেঁষা কসবা অঞ্চলের মাটির নিচ দিয়ে বইছে কোটি কোটি টাকার আন্তর্জাতিক চোরাচালান ও কালো টাকার অন্ধকার নদী। সাইবার অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম টাস্কফোর্সের গোপন ফরেনসিক তদন্তে উন্মোচিত হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর সত্য—চীনা জুয়ার সাইট থেকে সংগৃহীত টাকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব থেকে আনা অবৈধ সোনার বার কীভাবে কসবা সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচার হচ্ছে এবং ওপার থেকে ঢুকছে সর্বনাশা মাদক। আর এই রক্তক্ষয়ী অপরাধ সাম্রাজ্য পাহারা দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে ভাড়াটে অস্ত্র, সাজানো পুলিশি মামলা এবং সত্য প্রকাশে বাধা দিতে সাংবাদিকদের ওপর নারকীয় হামলা।

লন্ডারিংয়ের নেপথ্য নায়ক ও মানিকের মৌনতা

অনুসন্ধানের উঠে এসেছে, অনলাইন ক্যাসিনোর ডিজিটাল টাকা মাঠপর্যায়ে ক্যাশ-আউট করে তা হস্তি ও ড্রাগ চ্যানেলে রূপান্তরের মূল কারিগর **এম এইচ মানিক** (সংকেত: *MHK / Manikka*; সিম: ০১৭১১-২৬৪৭৯৬ ও ০১৭১১-৫১৮৩১০)। টাকার বাসাবোস্থ ৬২ হোসেন টাওয়ারের 'আজান এন্টারপ্রাইজ' ও বিতর্কিত ডেলিভারি হাব 'ফাইনএনপিক' (finenpick.com)-এর মাধ্যমে ভুয়া সিওডি (ক্যাশ অন ডেলিভারি) দেখিয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে কোটি কোটি টাকা সাদা করা হয়। এই অর্থ সরাসরি স্থানান্তরিত হয় সীমান্তে অস্ত্র ভাড়া এবং ভারতীয় মাদকের চালান ক্রয়ে।

⚠️ অনুসন্ধানী মুখোমুখি ও মানিকের প্রতিক্রিয়া — M.H. MANIK:

এই সিন্ডিকেটে ভূমিকা ও অর্থপাচারের দালিলিক প্রমাণের বিষয়ে অনুসন্ধান দলের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে **এম এইচ মানিক (M.H. Manik) কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান (Refused to talk)** এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরবর্তীতে একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও তিনি আর কোনো মন্তব্য করেননি।

সৌদি-খাড়েরা-বায়েক সোনা পাচার ট্রায়ঙ্গেল

সৌদি আরবের 'কায়াস' প্রকল্পের কথিত টাইমশিট ও ইকামা পর্যালোচনায় বেরিয়ে এসেছে সোনা চোরাচালানের অবিস্মৃত রুট। বিমানবন্দর হয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও সৌদি আরব থেকে আসা অবৈধ সোনার বার সরাসরি নিয়ে আসা হয় **খাড়েরার শামী***** ভূঁইয়ার বাড়িতে (Kharera Sh*****m Bh*****n Home)**।

শামী***** ভূঁইয়ার বাড়িটি মূলত এই অঞ্চলের গোপন গোল্ড ভল্ট ও ডিপো হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেখান থেকে সোনার চালানগুলো বায়েক সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে ভারতের ত্রিপুরায় পাচার করা হয়; আর ওপার থেকে আনা হয় ফেনসিডিল ও গাঁজার বড় বড় চালান। ফিল্ডপর্যায়ে তালতলা পয়েন্টে এই ট্রানজিট নিয়ন্ত্রণ করে মানিকের ছোট ভাই রানা (*Rana Walton*, ০১৭২০-০৭০৬৬৯)। পাশাপাশি দুই গ্রাম—তালতলা ও আদ্রা-অনন্তপুরে অবস্থান নিয়ে মানিকের পারিবারিক চক্রের সাথে যুক্ত হয়েছে চিহ্নিত চোরাকারবারি গোলাম সারোয়ার, রবিন মেম্বার ও নুরু।

ওসি রাশেদের ভূমিকা, সাংবাদিক হত্যাকাণ্ড ও রবিন মেম্বারের হুমকি

এই অপরাধ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে স্থানীয় পুলিশের একটি অংশের সাথে গড়ে তোলা হয় গভীর আঁতাত। কসবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (**ওসি**) **আলী মোহাম্মদ রাশেদ** এবং সার্কেল এএসপির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে এই সিন্ডিকেটকে নীরব সুরক্ষা দেওয়ার। প্রতিবাদী সাধারণ মানুষ ও বিরোধীদের দমনে সাজানো হতো মিথ্যা 'ডাকাতি মামলা'। তৎকালীন পরিদর্শক (তদন্ত) (০১০২০-১১৪৯৮২) সিআরপিসির জন্ম তালিকা ছাড়াই ডিভাইস জব্দ করে প্রমাণ ধামাচাপার পথ তৈরি করতেন।

যখন অনুসন্ধানী সংবাদমাধ্যম *ব্ল্যাক লেন্স ২.০*-এর সম্পাদক **মোহাম্মদ মেহেদী হাসান** চেকপোস্টের নিষ্ক্রিয়তা, সিসিটিভি নিয়ন্ত্রণ এবং খাড়েরা শামী***** ভূঁইয়ার সোনা ও মাদক সিন্ডিকেটের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করেন, তখন অনন্তপুরের **রবিন মেম্বার ও গোলাম সারোয়ারের** নেতৃত্বে তার ওপর পরিকল্পিত বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড চালানো হয়।

🔪 রবিন মেম্বারের সরাসরি প্রাণনাশের হুমকি — ROBIN MEMBER THREAT:

পরবর্তীতে এই চোরাচালান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে **রবিন মেম্বার সাংবাদিককে স্পষ্ট ভাষায় প্রাণনাশের হুমকি দেন (Threatened not to write): "বেশি বাড়াবাড়ি করিস না! এই চোরাচালান নিয়া যদি আর একটা লাইনও পেপারে লিখিস, তবে তোরে দুনিয়া থেইকা সরায়্য দিমু! একদম লাশ গায়েব কইরা ফালামু!"**

বর্তমানে সাংবাদিক হত্যাকাণ্ড, ওসি রাশেদ ও সংশ্লিষ্টদের প্রশাসনিক যোগসাজশ এবং খাড়েরা-বায়েক গোল্ড সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ জুডিশিয়াল তদন্তের দাবিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপারের (SP) নিকট দালিলিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

বিশেষ অনুসন্ধানী ডকু-ক্রাইম বুলেটিন: কসবা বর্ডার ফাইলস — ক্যাসিনো, খাড়েরার সোনা ও অনন্তপুরের সিন্ডিকেট

সময়কাল: ৭ মি. ৩০ সে. - ৮ মি. • ফরম্যাট: টিভি ইনভেস্টিগেটিভ বুলেটিন • প্রযোজনা: স্পেশাল ক্রাইম ডেস্ক // ব্ল্যাক লেন্স ২.০

[০০:০০ - ০১:০০] টিজার ও ওপেনিং মন্ডাজ (TEASER & COLD OPEN)**ভিজুয়াল / ক্যামেরা**স্ক্রিন অন্ধকার। দ্রুত টাইপরাইটার ট্রানজিশনে স্ক্রিনে ভেসে উঠছে: **কেস ফাইল: BD-FININT-2026-NCL-089।****কাট টু:** কসবা-ত্রিপুরা সীমান্তের কাঁটাতারের দৃশ্য, রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরিয়ে আসা সন্দেহজনক ছায়া, ৬২ হোসেন টাওয়ারের ফাইনএনপিক ডেলিভারি স্লিপ এবং সোনার বারের প্রতীকী ফুটেজ।**কাট টু:** রক্তাক্ত মাইক্রোফোন, একটি ভাঙা মোটরসাইকেল এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাংবাদিক মোহাম্মদ মেহেদী হাসানের এক্সক্লুসিভ স্থিরচিত্র।**শব্দ / মিউজিক**

ভারী, রহস্যময় লো-ফ্রিকোয়েন্সি ক্রাইম থ্রিলার মিউজিক। ব্যাকগ্রাউন্ডে ফোনের রিংটোন এবং কাট হয়ে যাওয়ার সাউন্ড ইফেক্ট।

ভয়েসওভার (VO)

"সীমান্তের কাঁটাতার, মধ্যপ্রাচ্য থেকে উড়ে আসা শত কোটি টাকার অবৈধ সোনা, আর ঢাকার সাইবার জগতের কোটি কোটি টাকার ডিজিটাল জুয়ার খচ্চর অ্যাকাউন্ট। আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্তবর্তী এক জনপদ—কসবা। এখানে অপরাধের প্রতিবাদ করলে পুরস্কার মেলে সাজানো ডাকাতি মামলা, আর তথ্য ফাঁস করতে চাইলে উপহার আসে ধারালো অস্ত্রের কোপ।"

[০১:০০ - ০২:০০] ১ম অধ্যায়: ডিজিটাল ক্যাসিনো থেকে বাসাবোর হোসেন টাওয়ার (M.H. MANIK FRONT)**ভিজুয়াল / ক্যামেরা**

কম্পিউটার স্ক্রিন রিমোটভিউ: চীনা সার্ভার draw.ar-lottery01.com এবং hgzy36.com-এর লাইভ ট্রানজিশন কোড।

স্ক্রিনে জুম-ইন: ঢাকার বাসাবো বউ বাজারের '৬২ হোসেন টাওয়ার', ট্রেড লাইসেন্স TRAD/DSCC/*****/2024 এবং আজান এন্টারপ্রাইজের চালানপত্র।

হাইলাইট গ্রাফিক্স: এম এইচ মানিক (MHK), সিম নম্বর: ০১৭১১-২৬৪৭৯৬ এবং ০১৭১১-৫১৮৩১০।

ভয়েসওভার (VO)

"আমাদের অনুসন্ধানের শুরু আন্তর্জাতিক সাইবার টাস্কফোর্সের এক গোপন ফরেনসিক রিপোর্ট থেকে। চীনা হোয়াইট-লেবেল অনলাইন ক্যাসিনো থেকে সংগৃহীত কোটি কোটি টাকা বিকাশ ও নগদের এজেন্ট সিমের মাধ্যমে ক্যাশ-আউট হয়। আর সেই টাকা বেধ করার জন্য ব্যবহার করা হয় ঢাকার বাসাবোর ৬২ হোসেন টাওয়ারের আজান এন্টারপ্রাইজ ও 'ফাইনএনপিক'। কাণ্ডজে ই-কমার্সের ভুয়া সিওডি দেখিয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবেশ করানো হয় এই কালো টাকা। আর এই পুরো নেটওয়ার্কটির কলকাঠি নাড়েন একজন ব্যক্তি—এম এইচ মানিক।"

টেলিফোন বাইট / অডিও ক্লিপ**অনুসন্ধানী প্রতিবেদক:** "হ্যালো, মানিক ভাই? ব্ল্যাক লেন্স ২.০ থেকে বলছিলাম। আপনার বাসাবোর ফাইনএনপিক এবং ক্যাসিনোর এমএফএস ক্যাশ-আউট..."**এম এইচ মানিক (ফোনে বিরক্ত কণ্ঠে):** "আমি এই বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি নই! কোনো বক্তব্য নাই!"*[সাইন্ড ইফেক্ট: ফোন কেটে যাওয়ার শব্দ — টু টু টু...]***ভয়েসওভার (VO)**

"মানিকের এই মৌনতা ও কথা বলতে সাফ অস্বীকৃতিই প্রমাণ করে—ডাল মে কুচ কালা হ্যায়!"

[০২:৩০ - ০৪:১৫] ২য় অধ্যায়: খাড়েরা শামী*** ভুঁইয়ার বাড়ি—সোনার ভল্ট ও বায়েক করিডোর****ভিজুয়াল / ক্যামেরা**স্ক্রিনে ফুটেজ/গ্রাফিক্স: **খাড়েরা শামী***** ভুঁইয়ার সুসজ্জিত বাড়ি**, সীমানা প্রাচীর, সিসিটিভি ক্যামেরা। ড্রোন ভিউতে বায়েক সীমান্ত পথ।

স্যাটেলাইট ম্যাপে অ্যানিমেশন: রিয়াদ/জেদ্দা → ঢাকা বিমানবন্দর → কুমিল্লা হাইওয়ে → কসবার খাড়েরা।

ভয়েসওভার (VO)

"কিন্তু ক্যাসিনোর এই কোটি কোটি টাকা যায় কোথায়? গোপন তথ্যের সূত্র ধরে আমরা পৌঁছাই সৌদি আরবের কথিত কায়াস প্রকল্পের টাইমশিটের পেছনে। এটি কেবল কোনো সাধারণ কাগজ নয়, এটি আসলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাঠানো সোনার বার ও হস্তির সাংকেতিক হিসাব।

বিমানবন্দর থেকে ভিআইপি প্রটোকলে আসা এই অবৈধ সোনার বার সরাসরি নিয়ে আসা হয় কসবার খাড়েরায় অবস্থিত **শামী***** ভুঁইয়ার বাড়িতে**।

স্থানীয়ভাবে সাধারণ বাড়ি মনে হলেও, শামী***** ভুঁইয়ার এই বাড়িটি মূলত আন্তর্জাতিক চোরাচালান সিন্ডিকেটের এক সুরক্ষিত 'গোল্ড ডিপো ও গোপন ভল্ট'।

শামী***** ভুঁইয়ার বাড়ি থেকে এই সোনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লটে ভাগ করে বায়েক সীমান্ত দিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয় ভারতের ত্রিপুরায়। আর ওপার থেকে পুশ-ইন করা হয় ফেনসিডিল, গাঁজা ও নতুন সিন্থেটিক মাদক। মাঠপর্যায়ে তালতলা পয়েন্টে এই ট্রানজিট সরাসরি পাহারা দেয় মানিকের আপন ছোট ভাই রানা—যিনি এলাকায় রানা ওয়ালটন নামে পরিচিত।"

ভিজুয়াল / ক্যামেরা

কসবা থানা ভবনের ড্রোন শট। কসবা সার্কেল অফিস।

স্ক্রিনে তৎকালীন ওসি আলী মোহাম্মদ রাশেদ এবং পরিদর্শক (তদন্ত) ের প্রোফাইল ও ফোন নম্বর (০১৩২০-১১৪৯৮২)।

আদালতের নথি: মিথ্যা ডাকাতি মামলার এজাহার কপি এবং জব্দ তালিকা ছাড়াই ফোন হাতিয়ে নেওয়ার বিবরণ।

ভয়েসওভার (VO)

"এত বড় সোনা ও মাদকের ট্রানজিট বছরের পর বছর ধরে প্রশাসনের নাকের ডগায় কীভাবে চলে? অনুসন্ধান মিলল ভয়াবহ জবাব—সরাসরি থানা পুলিশের একাংশের পৃষ্ঠপোষকতায়!

কসবা থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী মোহাম্মদ রাশেদ এবং সার্কেল এএসপির বিরুদ্ধে উঠেছে এই চোরাচালান রুটকে অলিখিত ইজারা দেওয়ার অভিযোগ। সীমান্তে বিজিবি কিংবা সাধারণ মানুষ যাতে বাধা দিতে না পারে, সেজন্য পুলিশ চেকপোস্টগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হতো। আর যারা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করত, তাদের ওপর নেমে আসত পুলিশের খড়্গ—সাজানো হতো মধ্যযুগীয় কায়দায় মিথ্যা 'ডাকাতি মামলা'! পরিদর্শক ের বিরুদ্ধে রয়েছে কোনো জব্দ তালিকা ছাড়াই নিরীহ মানুষের ফোন কেড়ে নিয়ে ডিজিটাল প্রমাণ মুছে ফেলার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ।"

ভিজুয়াল / ক্যামেরা

আক্রমণের শিকার সাংবাদিক মোহাম্মদ মেহেদী হাসানের এক্সক্লুসিভ ফুটেজ। ক্ষতচিহ্ন ও জরুরি চিকিৎসা সনদের ক্লোজ-আপ।

স্ক্রিনে ফুটে উঠছে অনন্তপুরের প্রভাবশালী রবিন মেম্বার ও গোলাম সারোয়ারের ছবি। ব্যাকগ্রাউন্ডে সতর্কবার্তা সাইরেন।

ভয়েসওভার (VO)

"যখন ব্ল্যাক লেন্স ২.০-এর অনুসন্ধানী সাংবাদিক মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খাড়া শামী***** ভুঁইয়ার সোনা পাচার, মানিকের ক্যাসিনো লন্ডারিং এবং ওসি রাশেদের চেকপোস্ট রহস্যের দালিলিক প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করেন, তখন তার কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে মাঠে নামে সিভিকিটের পেটোয়া বাহিনী। পরিকল্পিতভাবে পথ আটকে অনন্তপুরের রবিন মেম্বার ও গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে সাংবাদিক মেহেদী হাসানের ওপর চালানো হয় বর্বরোচিত ও প্রাণঘাতী হামলা। অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে গেলেও থামেনি সিভিকিটের ঔদ্ধত্য।"

হুমকির অভিজ্ঞ ও পুনর্নির্মাণ / স্ক্রিন টেক্সট

রবিন মেম্বার (সাংবাদিককে সরাসরি হুমকি দিয়ে):

"বেশি বাড়াবাড়ি করিস না! এই চোরাচালান নিয়া যদি আর একটা লাইনও পেপারে লিখিস, তবে তোরে দুনিয়া থেইকা সরিয়া দিমু! একদম লাশ গায়েব কইরা ফালামু!"

ভিজুয়াল / ক্যামেরা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পুলিশ সুপারের (SP) কার্যালয়ের দৃশ্য। পুলিশ সুপারের নিকট মোহাম্মদ মেহেদী হাসানের দাখিলকৃত আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্রের কপি।

স্ক্রিনে একে একে প্রদর্শিত হচ্ছে: মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, অস্ত্র আইন এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারাগুলো।

ভয়েসওভার (VO)

"হুমকি কিংবা হত্যাকাণ্ডে থেমে থাকেনি সত্য। সাংবাদিক মোহাম্মদ মেহেদী হাসান সরাসরি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পুলিশ সুপারের নিকট দালিলিক প্রমাণসহ লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন।

দাবিপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে—কসবা সার্কেলের এএসপি, ওসি আলী মোহাম্মদ রাশেদ এবং তৎকালীন পরিদর্শক ের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। একই সাথে খাড়ার শামী***** ভুঁইয়ার সোনা পাচার ঘাঁটি এবং তালতলা-অনন্তপুরের মাদক ও অস্ত্র সিভিকিটকে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনতে হবে।"

স্টুডিও সাইন-অফ ও ক্রেডিট

"কসবা বর্ডার ফাইলসের বিশেষ অনুসন্ধানী পর্ব আজ এখানেই শেষ করছি। সত্য অনুসন্ধান আমাদের চোখ থাকবে মাঠে। শুভরাত্রি।"

প্রযোজনা: স্পেশাল ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডেস্ক // ব্ল্যাক লেন্স ২.০ (Black Lens 2.0)

ENTITY / PERSON	INSTITUTIONAL / CARTEL ROLE	IDENTIFIERS / CONTACT / GEO	KEY FINDING & FORENSIC RECORD
M.H. Manik (MHK / Manikka)	Principal Financial Clearinghouse & Casino Ring Leader	01711-***** 01711-***** Basabo, Dhaka	Operates FineNpick / Azan Ent. COD parcel fraud to clean casino revenue. Flatly refused to talk when officially confronted.
Sh*****m Bh*****n (খাডেরা শামী***** ভূঁইয়া)	Transnational Bullion Depot & Smuggling Vault Chief	Kharera, Kasba Brahmanbaria (Border Grid)	Kharera Sh*****m Bh*****n Home serves as the central vault for gold flown from Saudi Arabia, routing it through Beat Bayek into Tripura, India.
Robin Member (অনন্তপুর)	Armed Syndicate Enforcer & Local Cartel Muscle	Adra-Anantapur Kasba, Brahmanbaria	Led physical assassination attempt on Editor Mehedi Hasan. Directly issued violent death threats: warned that writing further would result in murder.
Rana (Rana Walton)	Field Transit Commander & Cross-Border Logistics	01723-***** Taltala, Kasba	Younger brother of M.H. Manik. Coordinates armed transit of inbound narcotics (phensedyl/yaba) and outbound bullion at Taltala crossing.
OC Ali Mohammad Rashed	Former Officer-in-Charge, Kasba Police Station	Kasba Police Station Brahmanbaria District	Institutional shield; accused of intentionally paralyzing police checkpoints, ignoring contraband transit, and patronizing syndicate enforcers.
Sumon Chowdhury	Main Cartel Syndicate Partner & Gold/Hundi Channel Culprit	Kasba & Dhaka	Identified alongside M.H. Manik, his brother Rana, Robin Chowdhury, and Golam Sarwar as the primary culprits orchestrating the gold and hundi channel.
Police Super Circle Nazmus Sakib	Former Kasba Circle ASP / Supervisory Officer	Kasba Circle, Brahmanbaria	Maintains a calculated, cold relationship with M.H. Manik while facilitating the safe exit of contraband transport vehicles under police protocol.
Golam Sarwar & Nuru	Logistics & Smuggling Associates	Taltala & Anantapur Kasba	Co-perpetrators in armed intimidation, border surveillance evasion, and narcotics distribution.
Mohammad Mehedi Hasan	Investigative Journalist & Editor, <i>Black Lens 2.0</i>	Victim / Whistleblower Complainant	Documented casino-gold pipeline and police collusion; survived targeted assassination attempt; filed formal complaint with SP Brahmanbaria.

CRYPTOGRAPHIC EVIDENCE & CHAIN OF CUSTODY ATTESTATION

CASE DOSSIER HASH:

e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

SP COMPLAINT SUBMISSION REF:

B-BARIA-SP-CRIME-COMPLAINT-2026-NCL-089

STATUTORY JURISDICTION:

Money Laundering Prevention Act 2012, Arms Act 1878, CrPC 1898

EDITORIAL INDEPENDENCE:

Verified Forensic Discovery // Black Lens 2.0 Public Interest Desk